



36651 - কেরবানীর পশু জবাই করার সময়কাল

প্রশ্ন

কোন সময়ে কেরবানীর পশু জবাই করতে হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কেরবানীর পশু জবাই করার সময় শুরু হয় ঈদুল আযহার নামাযের পর থেকে এবং শেষ হয় ১৩ ই যলিহজ্জ সূর্যাস্তের মাধ্যমে। অর্থাৎ জবাই করার সময়কাল চারদিন: ঈদুল আযহার দিন ও ঈদরে পরে আরও তিনদিন।

উত্তম হচ্ছে- ঈদরে নামাযের পর দরী না করে অবলিম্বে কেরবানী করা। যতাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করছেন। এরপর ঈদরে দিন প্রথম যে খাবার খাবে সেটা হব কেরবানীর গশত।

মুসনাদে আহমাদে (২২৪৭৪) বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতিরের দিন সকালে না-খয়ে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন (ঈদগাহ থেকে) ফরোর আগে খতেন না। ফরি এসে কেরবানীর গশত খতেন।”

আল-যাইলায়ী তাঁর ‘নাসবুর রায়াহ’ গ্রন্থে ‘ইবনুল কাত্তান’ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলছেন।

ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে (২/৩১৯) বলেন:

আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) বলেন: কেরবানীর দনিসমূহ হচ্ছে- ১০ ই যলিহজ্জ ও এরপর আরও তিনদিন। এটি বসরার ইমাম হাসানরে মাযহাব, মক্কাবাসীর ইমাম আতা বনি আবু রাবাহ এর মাযহাব, শামবাসীর ইমাম আওয়ায়রি মাযহাব, হাদসিবশিরদ ফকীহদের ইমাম শাফয়েরি মাযহাব। ইবনুল মুনযরিও এ মাযহাব গ্রহণ করছেন। কেননা পরের তিন দিন হচ্ছে- মীনার দিন, কংকর নকিষপের দিন, তাশরকিরে দিন যে দিনগুলোতে রযো রাখা হারাম। এ বধিানগুলোর দকি থেকে এ দিনগুলো ভ্রাতৃতুল্য। সুতরাং কোন দলিল কিংবা ইজমা ছাড়া কেরবানীর পশু জবাই করার ক্ষত্রে এ দিনগুলোর বধিানে গরমলি হব কভাবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুইটি সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, “মীনার সর্বত্র কেরবানীর স্থান এবং তাশরকিরে দিনগুলোর সর্বাংশ কেরবানীর সময়” হাদিসটির দুই সনদে একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।[সমাপ্ত]; আলবানী ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে (২৪৭৬) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]



শাইখ উছাইমীন ‘আহকামুল উদহয়িয়াহ’ গ্রন্থে কেরবানীর সময় সম্পর্কে বলেন: ঈদরে দনি ঈদরে নামাযরে পর থেকে তাশরকিরে সর্বশেষে দনি তথা ১৩ ই যলিহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সুতরাং কেরবানী করা যায় চারদনি: ঈদরে দনি নামাযরে পর থেকে এবং এরপর তনিদনি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈদরে নামায শেষে হওয়ার আগে কথিবা ১৩ ই যলিহজ্জ সূর্যাস্তরে পরে কেরবানী করবে তার কেরবানী সহি হবো না। কিন্তু, কোন ওজররে কারণে কউে যদি তাশরকিরে দনিরে পরে কেরবানী করে; যমেন- কোন অবহলো না হওয়া সত্ত্বেও কেরবানীর পশু হারিয়ে যাওয়া এবং নির্ধারণি সময় পার হয়ে যাওয়ার পর সটে খুঁজে পাওয়া, কথিবা যাকে কেরবানী করার দায়িত্ব দ্যো হয়েছে সে ভুলে যাওয়ার কারণে সময় পার হয়ে যাওয়া। এমন কোন ওজর ঘটলে সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও কেরবানী করতে কোন বাধা নই। ‘যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ছে কথিবা নামায পড়তে ভুলে গেছে সে ব্যক্তি যখন সজাগ হয় কথিবা যখন তার মনে পড়ে তখন নামায পড়বে’ শীর্ষক মাসয়ালাার উপর এ মাসয়ালাটকি কয়্যাস করা হবে।

নরিদ্ষিট সময়রে মধ্যে দনি কথিবা রাত্রে কেরবানীর পশু জবাই করা জায়যে। তবে, দনিরে বেলো জবাই করা উত্তম। আর ঈদরে দনি খোতবাদ্বয়রে পরে জবাই করা উত্তম এবং পররে দনিরে চয়ে পূর্বরে দনি জবাই করা উত্তম। যহেতু এতে করে নকৌর কাজটি দ্রুত করা যায়।[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

‘ফাতাওয়াল লাজনা দায়মি’ গ্রন্থে (১১/৪০৬) এসছে-

“তামাত্তু ও ক্বরান হজ্জকারীর হাদরি পশু জবাই করা এবং কেরবানীর পশু জবাই করার সময় মোট চারদনি: ঈদরে দনি ও ঈদরে পরে আরও তনিদনি। বশিদ্ধ মতানুযায়ী, চতুর্থদনিরে সূর্যাস্ত যাওয়ার মাধ্যমে জবাই করার সময় শেষ হয়ে যায়।